182. Gd. 925.12.

গীতি-চর্চ্চা

Rabindranath Thakur

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

RARE BOOK

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

প্রকাশক—শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস। ১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4104
DATE 7/9/09
CALCUTTA

গীতি-চর্চ্চা

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৩২।

মূল্য—৸৹ বার আনা।

এণ্টিক কাগজে, ১৲ এক টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।

রায় সাহেব জগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

গীতি-চর্চ্চার গানগুলি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিভিন্ন সময়ের রচিত গান হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষভাবে আশ্রমবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য প্রকাশ করা হইল। আশ্রমের ছাত্র ও ছাত্রীগণ প্রতিদিন সকালে ক্লাশ আরম্ভের পূর্ব্বে, রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে, বিভিন্ন ঋতুতে, উৎসব ও অনুষ্ঠানবিশেষে যে-সকল গান গাহিয়া থাকে কেবলমাত্র সেই-সকল গানই এই পুস্তকে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এইজন্য পূজনীয় ৺মহর্ষিদেবের ও পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটি গান, তিনটি বেদ-গানও এইস্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। গানগুলি বাছাই করিবার সময় সুর ও কথাতে যাহাতে প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

সূচী

অন্তর মম বিকশিত কর	...	২
অন্ধ জনে দেহ আলো	...	২
অল্প লইয়া থাকি তাই মোর	...	৫৭
আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে	...	৭৬
আকাশ আমায় ভরল আলোয়	...	১০৯
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে	...	৫২
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু	...	৩
আজ বারি ঝরে ঝর ঝর	...	৮৬
আজ প্রথম ফুলের	..	৯০
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়	...	৯৩
আজ সবার রঙে	...	৯৬
আজ খেলা-ভাঙার খেলা	...	১৪১
আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ	...	৩
আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে	...	৫৮
আজি যত তারা তব আকাশে	...	৫৮
আজি বহিছে বসন্ত-পবন	...	৭৬
আজি শ্রাবণ ঘন	...	৮৬
আনন্দ তুমি স্বামী	...	৪
আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ	...	২৯

আনন্দেরি সাগর হতে	...	৯৪
আপন হ'তে বাহির হ'য়ে	...	২৪
আপ্‌নাকে এই জানা	...	২২
আমরা নূতন প্রাণের চর	...	১০৭
আমরা চাষ করি আনন্দে	...	১২৭
আমরা তা'রেই জানি	...	১২৯
আমরা সবাই রাজা	...	১৩৪
আমার যে সব দিতে হবে	...	২৩
আমার মাথা নত করে' দাও	...	৩২
আমার সকল রসের ধারা	...	৫১
আমার এ ঘরে আপনার করে	...	৬০
আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা	...	৮০
আমার নয়ন-ভুলানো এলে	...	৯৫
আমার ঘুর লেগেছে	...	১৩৯
আমার মুখের কথায়	...	১৫৬
আমায় বাঁধ্‌বে যদি কাজের ডোরে	...	১৪৫
আমারে ডাক দিল কে	...	৯৭
আমারে দিই তোমার হাতে	...	১৫৭
আমাদের শান্তিনিকেতন	...	১
আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু	...	২৬
আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে	...	১৫৯
আমাদের ভয় কাহারে	...	১৩৩
আমি বহু বাসনায়	...	৩৩

আমি পথভোলা এক পথিক	...	১০১
আমি ভয় কর্‌ব না	...	১২০
আলো, আমার আলো, ওগো	...	১৩০
আলোয় আলোকময় কর হে	...	৪
আসনতলের মাটির পরে	...	৩৭
আয় রে তবে, মাত রে সবে	...	১১০
উতল ধারা বাদল ঝরে	...	৮৯
এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো	...	২৫
এ পথ গেছে কোন্ খানে গো	...	১২৬
এই করেছ ভালো, নিঠুর	...	৪১
এই ত তোমার আলোক-ধেনু	...	৫০
এই যে কালো মাটির বাসা	...	৫৪
এই যে তোমার প্রেম ওগো	...	৫
এই শ্রাবণের বুকের ভিতর	...	৮৩
এক হাতে ওর কৃপাণ আছে	...	১৪৫
এত আলো জ্বালিয়েছ	...	৬
এতদিন যে বসেছিলেম	...	১০৮
এনেছ ঐ শিরীষ বকুল	...	১১৫
এল যে শীতের বেলা	...	৯৮
এস আশ্রমদেবতা	...	৭
এস হে এস সজল ঘন	...	৭৮
ঐ পোহাইল তিমির রাতি	...	৭
ও আমার চাঁদের আলো	...	১১২

ও আমার দেশের মাটি	...	১২৩
ওগো দখিন হাওয়া	...	১০৫
ওঠ ওঠ রে—বিফলে প্রভাত	...	২৭
ওদের সাথে মেলাও	...	৪৯
ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে	...	১০৬
ওরে আগুন আমার ভাই	...	১৪৭
কবে আমি বাহির হলেম	...	৪০
কর তাঁর নাম গান	...	১৫৫
কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল	...	১২৭
কান্না-হাসির দোল-দোলানো	...	১৪২
কোথা বাইরে দূরে যায়রে	...	১১১
কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে	...	৬০
কোন ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল	...	৮০
কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ	...	১৫৪
ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু	...	৫৫
গানগুলি মোর শৈবালেরি দল	...	১৪১
গানের সুরের আসনখানি	...	৭৯
গানের ভিতর দিয়ে যখন	..	১৪৬
গাব তোমার সুরে	...	৮
গায়ে আমার পুলক লাগে	...	৪৩
ঘরেতে ভ্রমর এল	...	১২৯
৲লি গো, চলি গো, যাই গো	...	১৩৩
চির বন্ধু, চির নির্ভর	...	৯

জগৎ জুড়ে উদার সুরে	...	৩৫
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে	...	১১৭
জয় তব বিচিত্র আনন্দ	...	১০
জাগ জাগরে জাগ	...	৬১
জাগ সকল অমৃতের অধিকারী	..	১৫৭
জাগ নির্ম্মল নেত্রে	...	৬২
জানি জানি কোন্ আদি কাল	...	৩৬
তব অমল পরশরস	...	১০
তব সিংহাসনের আসন হ'তে	...	৩৮
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং	...	১৫৮
তাই তোমার আনন্দ	...	৪৪
তিমির-দুয়ার খোলো	...	১১
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে	...	১১
তুমি আমাদের পিতা	...	২৭
তুমি বন্ধু, তুমি নাথ	...	২৮
তুমি কেমন করে' গান কর	...	৩৬
তুমি এবার আমায় লহ	...	৩৯
তুমি কোন্ পথে যে এলে	...	১০৩
তুমি যে চেয়ে আছ	...	৪৮
তুমি যে সুরের আগুন	...	১৪৪
তোরা যে যা বলিস ভাই	...	১৩৫
তোমার পতাকা যারে দাও	...	২৯
তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে	...	৫৫

তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে	...	৬৩
তোমার কাছে শান্তি চাব না	...	৭৫
তোমার মোহন রূপে	...	৯১
তোমার বাস কোথা যে	...	১১৪
তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ	...	১৩
তোমারি নাম বল্‌ব নানা ছলে	...	৪৫
তোমারি নামে নয়ন মেলিনু	...	১২
তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে	...	৬৪
তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে	...	৬৫
(তাঁহারে) আরতি করে	...	১০
দারুণ অগ্নিবাণে	...	৭৭
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে	...	৬৫
দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া	...	৬৬
দেশ দেশ নন্দিত করি	...	১১৫
নমি নমি চরণে	...	৩০
নয় এ মধুর খেলা	...	৪৬
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে	...	১৩
নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে	...	৪৭
নিবিড় অন্তরতর বসন্ত	...	৭৭
নিশার স্বপন ছুট্‌ল	..	১৪
নিশিদিন মোর পরাণে	...	১৫
নিশিদিন ভরসা রাখিস্‌	...	১১৯
পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ	...	১৬

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে	...	৬৭
পুণ্য-পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং	...	১৫৯
পূব সাগরের পার হতে	...	৮৫
প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে	...	৬৯
প্রতিদিন তব গাথা	...	৬৮
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে	...	৪৫
প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ	...	৭০
ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে	...	১১০
বল দাও মোরে বল দাও	...	২২
বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা	...	৭০
বসন্তে আজ ধরার চিত্ত	...	১০০
বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে	...	৭১
বাদল মেঘে মাদল বাজে	...	৮১
বাদল-বাউল বাজায়রে একতারা	...	৮৩
বাদল ধারা হল সারা	...	৮৪
বিপদে মোরে রক্ষা কর	...	৩৪
বিমল প্রভাতে মিলি একসাথে	...	১৬
বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো	...	১৬
বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ	...	৮৭
মধুর মধুর ধ্বনি বাজে	...	১২৫
মন জাগো মঙ্গল লোকে	...	১৮
মনোমোহন, গহন যামিনী শেষে	...	১৭
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে	...	১৩৮

মহারাজ, একি সাজে এলে	...	৭২
মাধবী হঠাৎ কোথা হতে	...	১০৪
মেঘের কোলে কোলে যায় রে	...	৮২
মেঘের পরে মেঘ জমেছে	...	৮৭
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে	...	৯২
মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেচ	...	৫০
মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি	...	১৪৩
মোরে ডাকি লয়ে যাও	...	২১
মোরা সত্যের পরে মন	...	১৫০
মোদের যেমন খেলা	...	১৩২
মোদের কিছু নাই রে নাই	...	১৩৬
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব	...	১৪৯
যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার	...	১৮
যদি তোর ডাক শুনে	...	১২০
যদি তোর ভাবনা থাকে	...	১২২
যদি ঝড়ের মেঘের মত	...	১৪৮
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব	...	১৪৮
যা ছিল কালো ধলো	...	১৩৮
যিনি সকল কাজের কাজী	...	১৩১
যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ	...	৭২
রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে	...	১৯
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে	...	৮৬
শরৎ তোমার অরুণ আলোর	...	৯২

শরতে আজ কোন অতিথি	...	৮৯
শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল	...	৭৩
শান্তি কর বরিষণ	...	৭৪
শিউলি-ফোটা ফুরালো যেই	...	৯৯
শীতের হাওয়ার লাগ্‌ল নাচন	...	৯৯
শুনেছে তোমার নাম	...	৩১
শ্রাবণের ধারার মত	...	৪৮
সব কাজে হাত লাগাই মোরা	...	১২৮
সব দিবি কে, সব দিবি পায়	...	১৪০
সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার	...	১৫৩
সহসা ডালপালা তোর	...	১১৩
সংসার যবে মন কেড়ে লয়	...	২০
সারা জীবন দিল আলো	...	৫৬
সীমার মাঝে, অসীম, তুমি	...	৪২
সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি	...	১২৬
হারে রে রে রে রে	...	৮৮
হে সখা মম হৃদয়ে রহ	...	৭৫
হেদে গো নন্দরাণী	...	১২৪
হেমন্তে কোন্ বসন্তেরি বাণী	...	৯৭
হেরি তব বিমল মুখভাতি	...	১৯

গীতি-চর্চ্চা

১

আমাদের শান্তিনিকেতন;
আমাদের সব হতে আপন ॥
তার আকাশভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন ॥
মোদের তরুমূলের মেলা
মোদের খোলা মাঠের খেলা
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন ॥
আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে,
সে যে মিলিয়াছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে করেছে এক-মন

২

অন্তর মম বিকশিত কর,
অন্তরতর হে।
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর,
সুন্দর কর হে ॥
জাগ্রত কর, উদ্যত কর,
নির্ভয় কর হে।
মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর হে ॥
যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত কর হে বন্ধ,
সঞ্চার কর সকল কর্ম্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে,
নন্দিত কর, নন্দিত কর
নন্দিত কর হে ॥

৩

অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃতসিন্ধু কর করুণা-কণা দান ॥
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম,
প্রেম-সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান ॥

যে তোমারে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাক ডাক,
তোমা হতে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখ' রাখ'।
তৃষিত যে জন ফিরে তব সুধাসাগর-তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান॥

৪

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু,
বিরহদহন লাগে ;
তবুও শান্তি তবু আনন্দ
তবু অনন্ত জাগে॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে॥

৫

আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসার-কাজে।
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে॥
হৃদয়-দেবতা রয়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে॥

সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্ম্মে সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে॥

৬

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহা সুন্দর, জীবননাথ॥
শোকে দুখে তোমারি বাণী
জাগরণ দিবে আনি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ॥
চিতমন অর্পিনু তব পদপ্রান্তে
শুভ্র শান্তি-শতদল-পুণ্য-মধুপানে।
চাহি আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে
কবে হবে এ দুখ-রাত প্রভাত॥

৭

আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।

সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে দিকপানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো ॥

তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখীর বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালবেসে
পড়েছে মোর গায়ে এসে ;
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত
বুলালো বুলালো ॥

৮

এই যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ!
এই যে মধুর আলসভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে,
এই যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।

এই ত তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ ॥
প্রভাত আলোর ধারায় আমার
নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী
প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে,
মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ ॥

৯

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কি উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন করে
ফেল আমার মুখের পরে
আপনি থাক আলোর পিছনে ॥
প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কি উৎসবের লগনে—
সব আলো তার কেমন করে
পড়ে তোমার মুখের পরে
আপনি পড়ি আলোর পিছনে ॥

১০

এস আশ্রমদেবতা !
এ ভবন পুণ্য-প্রভাবে কর পবিত্র ।
বিরাজ জননী সবার জীবন ভরি,
দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র ।
শিখাও করিতে ক্ষমা, করহে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখ মনে তব উপমা,
দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে—
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত ।
দেখাও রজনীদিবা বিমল বিভা,
বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা,
নব শোভা-কিরণে
কর গৃহ সুন্দর রম্য-বিচিত্র ।
সবে কর প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ,
ভুলায়ে রাখ সখা আত্মাভিমান ।
সব বৈরী হবে দূর
তোমারে বরণ করি জীবন-মিত্র ॥

১১

ঐ পোহাইল তিমির রাতি ।
পূর্ব্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা,

জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি ॥৷
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে,
মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে
করি প্রচার সুখ-বারতা—
তুমি চির সাথের সাথী ॥

১২

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র ।
শুন্‌ব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র ॥
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি ॥
সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য্য ।
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য্য ॥৷

নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান ॥
যাব তোমার সাথে
দাও সে দখিন হস্ত,
লড়ব তোমার রণে
দাও সে তোমার অস্ত্র ॥
জাগ্‌ব তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান।
ছাড়ব সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ ॥

১৩

চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি
তুমি হে প্রভু ;
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে, (তোমার জগতে)
চিরসঙ্গী চির জীবনে।
চির প্রীতিসুধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ।
তব জয়সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে)
চির দিবা চির রজনী।

১৪

জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি
জয় তোমার করুণা,
জয় তব ভীষণ সব-কলুষনাশন রুদ্রতা,
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা ॥
জয় পূর্ণ-জাগ্রতজ্যোতি তব,
জয় তিমির-নিবিড়-নিশীথিনী ভয়দায়িনী,
জয় প্রেম-মধুময়-মিলন তব,
জয় অসহ-বিচ্ছেদ-বেদনা ॥

১৫

তব অমল পরশরস তব শীতল শান্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম চাও ॥
তব মধুময় প্রেমরস সুন্দর সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব শ্রী আনন্দ জাগাও ॥

১৬

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগত মন্দিরে ॥

অনাদি কাল অনন্ত গগন সেই অসীমমহিমা-মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে ॥
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দরে ॥
বিহগ-গীত গগন ছায়, জলদ গায় জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকতপ্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধরে ॥

১৭

তিমির-দুয়ার খোলো,—এস, এস নীরব চরণে।
জননি আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে ॥
পুণ্যপরশ-পুলকে সব আলস যাক্ দূরে।
গগনে বাজুক বীণা জগৎ-জাগানো-সুরে।
জননি জীবন জুড়াও তব প্রসাদ সুধাসমীরণে,
জননি আমার দাঁড়াও মম জ্যোতিবিভাসিত নয়নে ॥

১৮

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।
এস গন্ধে বরণে, এস গানে ॥
এস অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এস চিত্তে সুধাময় হরষে,

এস মুগ্ধ-মুদিত দুনয়ানে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে ॥

এস নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এস এসহে বিচিত্র বিধানে।

এস দুঃখে সুখে এস মর্ম্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে ;
এস সকল কর্ম্ম অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে ॥

১৯

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি,
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক-লেখা
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি।
তোমারি নামে পূর্ব্ব-তোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি।
তোমারি নামে জীবন-সাগরে জাগিল লহরী-লীলা,
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি ॥

২০

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও না জানি;
ঐ মঙ্গলরূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখপূর্ণ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর করুণ কঠিন ঘাতে;
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে থাক দিবসযামী॥

২১

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে,
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত,
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত,
জাগিছ শয়নে স্বপনে।

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাহি আর,
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানি নে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে॥

২২

নিশার স্বপন ছুট্‌ল, রে এই
ছুট্‌ল রে।
টুট্‌ল বাঁধন টুট্‌ল রে॥

রইল না আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগৎপানে,
হৃদয়-শতদলের সকল
দলগুলি এই ফুট্‌ল রে, এই
ফুট্‌ল রে ॥

দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে
নয়নজলে ভেসে হৃদয়
চরণতলে লুট্‌ল রে ॥

আকাশ হতে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা-কারার দ্বারে আমার,
জয়ধ্বনি উঠ্‌ল রে, এই
উঠ্‌ল রে ॥

২৩

নিশিদিন মোর পরাণে প্রিয়তম মম
কত না বেদনা দিয়ে বারতা পাঠালে।
ভরিলে চিত্ত মম নিত্য তুমি প্রেমে প্রাণে গানে হায়
থাকি আড়ালে।

২৪

পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ ?
হের পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ।
গগন মগন নন্দন-আলোক-উল্লাসে,
লোকে লোকে উঠে প্রাণ-তরঙ্গ ॥
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে
কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান ;
জাগ জাগ চল মঙ্গল পথে,
যাত্রীদলে মিলি লহ বিশ্বের সঙ্গ ॥

২৫

বিমল প্রভাতে মিলি এক সাথে
বিশ্বনাথে কর প্রণাম।
উদিল কনকরবি রক্তিমরাগে
বিহঙ্গকুল সব হরষে জাগে,
তুমি মানব নব অনুরাগে
পবিত্রনাম তাঁর কররে গান।

২৬

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

নয়ক বনে, নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপন মনে ;
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
গোপনে প্রেম রয়না ঘরে,
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো ॥

২৭

মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি দিলে শুভপ্রাতে সুপ্ত এ আঁখি
শুভ্র আলোক লাগায়ে ॥
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল,
আঁধার গেল মিলায়ে ;
শান্তি-সরসীমাঝে চিত্তকমল,
ফুটিল আনন্দবায়ে ॥

২৮

মন জাগো মঙ্গল লোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতি বিভাসিত চোখে।
হের গগনভরি জাগে সুন্দর, জাগে তরঙ্গে জীবন সাগর,
নির্ম্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে
জাগো অভয় অশোকে।

২৯

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এস মোর প্রাণে,
ফিরিয়া যেও না প্রভু॥
যদি কোন দিন এ বীণার তারে
তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে
ফিরিয়া যেও না, প্রভু॥
যদি কোন দিন তব আহ্বানে
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে,
ফিরিয়া যেও না, প্রভু॥

যদি কোন দিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার,
ফিরিয়া যেও না, প্রভু ॥

৩০

রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে,
রহি রহি প্রভু তব পরশ মাধুরী
হৃদয় মাঝে আসি লাগে।
রহি রহি শুনি তব চরণ পাত হে
মম পথের আগে আগে।
রহি রহি মম মন গগন ভাতিল
তব প্রসাদ রবি রাগে।

৩১

হেরি তব বিমল মুখভাতি—
দূর হল গহন দুখরাতি।
ফুটিল মনপ্রাণ মম তব চরণ-লালসে,
দিনু হৃদয়-কমল-দল পাতি ॥
তব নয়ন-জ্যোতিকণ লাগি,
তরুণ রবি কিরণ উঠে জাগি।

নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল
তব দরশ-পরশ-সুখ মাগি।
গগন-তল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে,
উঠিল ফুটি কত কুসুমপাঁতি—
হেরি তব বিমল মুখভাতি॥
ধ্বনিত বন বিহগ-কলতানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব্ব-গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল,
পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেম-রস পান করি, গান করি কাননে
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি—
হেরি তব বিমল মুখভাতি॥

৩২

সংসার যবে মন কেড়ে লয়,
জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো, হে নাথ প্রণমি তোমায়,
গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামি ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার,

RARE BOOK

পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন,
ভক্তিবিহীন তান।
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে—
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান॥

৩৩

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহ মোরে—"তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে,
স্বার্থ হতে জাগ, দৈন্য হতে জাগ, সব জড়তা হতে জাগ জাগরে
সতেজ উন্নত শোভাতে।"
বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে তোমার কাজে,
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্ম্মল বিভাতে॥

৩৪

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি ;
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে, খর্ব্ব করিতে কুমতি ;
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চিরবসতি ;
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসার তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি ;
তোমার বিশ্বছবিতে তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশি রবিতে হেরিতে তোমার আরতি ;
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী ॥

৩৫

আপ্‌নাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ঐ চরণেতে,

আপ্‌নাকে যে দেব তবু
বাড়বে দেনা ॥
আমারে যে নাম্‌তে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চল্‌বে বেড়ে দিনে রাতে,
আপ্‌না নিয়ে করব যতই
বেচা কেনা ॥

৩৬

আমার যে সব দিতে হবে সে ত আমি জানি।
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা,
সব দিতে হবে।
আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠ্‌বে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা,

বাজ্‌বে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে।
তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভরে'
আমার করে' নিয়ে তবে নাও যে তোমার করে'।
আমার বলে' যা পেয়েচি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব তখন তা'রা আমার হবে।
সব দিতে হবে॥

৩৭

আপন হ'তে বাহির হ'য়ে
বাইরে দাঁড়া!
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।
এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক্ নেচে,
সকল পরাণ দিক্ না নাড়া---
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া!
বোস্ না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন ল'য়ে
অরুণ আলোর স্বর্ণ-রেণু-
মাখা হ'য়ে।

যেখানেতে অগাধ ছুটি
মেল্ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া ;
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া !

৩৮

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার ?
আজি প্রাতে সূর্য্য-ওঠা
সফল হ'ল কার ?
কাহার অভিষেকের তরে
সোনার ঘটে আলোক ভরে,
ঊষা কাহার আশিষ বহি
হ'ল আঁধার পার ?
বনে বনে ফুল ফুটেছে,
দোলে নবীন পাতা,
কার হৃদয়ের মাঝে হ'ল
তাদের মালা গাঁথা ?
বহু যুগের উপহারে
বরণ করি নিল কারে ?
কা'র জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার ?

৩৯

আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক্ তুফান উঠুক্ ফির্‌ব না গো আর
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার—
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী দাওগো করি পার
তোমারে করি নমস্কার॥
এখন রইল যারা আপন ঘরে চাব না পথ তাদের তরে
ওগো কর্ণধার,
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কেবা কার
তোমারে করি নমস্কার।
আমার কেবা আপন কেবা অপর কোথায় বাহির কোথা বা ঘর
ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে, মনের সুখে নেব সকল ভার,
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরগো হাল
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কিবা তা'র
তোমারে করি নমস্কার॥

আমরা সহায় খুঁজে দ্বারে দ্বারে ফির্‌ব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি, এই জেনেছি সার
তোমারে করি নমস্কার ॥

৪০

ওঠ ওঠ রে—বিফলে প্রভাত বহে' যায় যে।
মেল আঁখি, জাগো জাগো থেক না রে অচেতন ॥
সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত মাঝে,
জাগিল প্রভাত-বায়ু,
ভানু ধাইল আকাশ-পথে ॥
একে একে নাম ধরে' ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই
ফুটিয়া উঠিছে বনে।
শুন সে আহ্বান-বাণী—চাহ সেই মুখপানে—
তাঁহার আশিষ ল'য়ে
চল রে যাই সবে তাঁর কাজে ॥

৪১

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে' যেন জানি,

তোমায়　নত হ'য়ে যেন মানি,
তুমি　কোরোনা কোরোনা রোষ।
হে পিতা হে দেব দূর করে' দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ॥
তোমা হ'তে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হ'তে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা
তোমারে নমস্কার॥

৪২

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার।
তুমিই ত আনন্দ-লোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ-হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার॥

৪৩

তোমার পতাকা যারে দাও, তা'রে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি॥
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ,
সাথে যদি দাও ভকতি॥
যত দিতে চাও, কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে;
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জালজঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমাপানে মোরে,
ধূলায় রাখিয়ো পবিত্র করে'
তোমার চরণ-ধূলিতে;
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে,
তোমারে দিয়ো না ভুলিতে॥

যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ, ঘুরিব,
যাই যেন তব চরণে।
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল শ্রান্তিহরণে।
দুর্গম পথ এ ভবগহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহদহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে ;
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়
নিখিলশরণ চরণে ॥

৪৪

নমি নমি চরণে
নমি কলুষহরণে।
সুধারসনির্ঝরহে
(নমি নমি চরণে)
নমি চিরনির্ভর হে
মোহ-গহন-তরণে।
নমি চিরমঙ্গল হে
নমি চিরসম্বল হে।
উদিল তপন গেল রাত্রি,
(নমি নমি চরণে

জাগিল অমৃতপথযাত্রী
নমি চির পথসঙ্গী,
নমি নিখিলশরণে।
নমি সুখে দুঃখে ভয়ে
নমি জয়পরাজয়ে।
অসীম বিশ্বতলে
(নমি নমি চরণে)
নমি চিত-কমলদলে
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে,
নমি জীবনে মরণে।

৪৫

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে শূন্য ফেরে না যেন ॥
কাঁদে যারা নিরাশায় আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন ॥
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে. যাবে তা'রা কার কাছে,
কোথা হায় পথ আছে, দাও তা'রে দরশন ॥

৪৬

আমার মাথা নত করে' দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
আমারে যেন না করি প্রচার
আমার আপন কাজে ;
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

৪৭

আমি   বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
  বঞ্চিত করে' বাঁচালে মোরে !
    এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
        জীবন ভরে' ।
    না চাহিতে মোরে যা করেছ দান,
    আকাশ আলোক তনু মনপ্রাণ,
    দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
      সে মহা দানেরই যোগ্য করে',
      অতি ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
          বাঁচায়ে মোরে !
আমি   কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি,
  তোমার পথের লক্ষ্য ধরে' ;
    তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হ'তে
        যাও যে সরে' !
    এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
    নিতে চাও বলে' ফিরাও আমায়,
    পূর্ণ করিয়া ল'বে এ জীবন
      তব মিলনেরই যোগ্য করে',
      আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
          বাঁচায়ে মোরে !

৪৮

বিপদে মোরে রক্ষা কর,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি'
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্র শিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,

দুখের রাতে নিখিল ধরা
যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয় ॥

৪৯

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ-গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে ?
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়-সভা জুড়িয়া তা'রা
বসিবে নানা সাজে।
নয়ন দুটি মেলিলে কবে
পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
সবারে যাব তুষি'।
রয়েছ তুমি এ-কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে ॥

৫০

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।
কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ-কিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।
সঞ্চিত হ'য়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রস বরষণ॥

৫১

তুমি কেমন করে' গান কর যে গুণী
অবাক্ হ'য়ে শুনি, কেবল শুনি!

সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।

মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।
কইতে কি চাই, কইতে কথা বাধে;
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে,
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি॥

৫২

আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে র'ব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হ'ব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো,
চিরজনম এমন করে' ভুলিয়োনাকো,
অসম্মানে আন টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হ'ব॥
আমি তোমার যাত্রিদলের র'ব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।

প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধেয়ে
আমি কিছুই চাইব না ত রইব চেয়ে;
সবার শেষে বাকি যা রয় তাহাই ল'ব!
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হ'ব ॥

৫৩

তব সিংহাসনের আসন হ'তে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ, থেমে।
এক্‌লা বসে' আপন মনে
গাইতেছিলেম গান,
তোমার কানে গেল সে সুর
এলে তুমি নেমে,—
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ, থেমে।
তোমার সভায় কত না গান
কতই আছেন গুণী;
গুণহীনের গানখানি আজ
বাজ্‌ল তোমার প্রেমে।
লাগ্‌ল বিশ্ব-তানের মাঝে
একটি করুণ সুর,

হাতে ল'য়ে বরণমালা
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ, থেমে ॥

৫৪

তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ, লহ।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ।

যে-দিন গেছে তোমা বিনা
তা'রে আর ফিরে চাহি না,
যাক্ সে ধূলাতে।
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ ॥

কি আবেশে, কিসের কথায়
ফিরেছি হে যথায় তথায়
পথে প্রান্তরে,
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে
তোমার আপন বাণী কহ।

কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে,
আমায় তা'র লাগি আর ফিরায়ো না,
তা'রে আগুন দিয়ে দহ ॥

৫৫

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে ত আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আস্‌চি তোমায় চেয়ে
সে ত আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়
তেমনি করে' ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে ত আজকে নয় সে আজকে নয়।
কতই নামে ডেকেছি যে,
কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি, তা'র
ঠিকানা না পেয়ে—
সে ত আজকে নয় সে আজকে নয়।

পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেম্‌নি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে—
সে ত আজকে নয় সে আজকে নয় ॥

৫৬

এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এম্‌নি করে' হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো ॥

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছু আলো ॥

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই ত পুরস্কার।

অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে'
আমার যত কালো ॥

৫৭

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর!
কত বর্ণে, কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে,—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।

তোমার আলোয় নাই ত ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর॥

৫৮

গায়ে আমার পুলক লাগে,
চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখীর ডোর।
আজিকে এই আকাশ-তলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে' মনোহরণ
ছড়ালে মন মোর।
কেমন খেলা হ'ল আমার
আজি তোমার সনে!
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই
ভেবে না পাই মনে!

আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়নজলে,
বিরহ আজ মধুর হ'য়ে
করেছে প্রাণ ভোর।

৫৯

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমাব প্রেম হ'ত যে মিছে।
আমার নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চল্‌চে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে'
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাই ত তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি'
ফিরচ কত মনোহরণ-বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।
তাই ত, প্রভু, হেথায় এলে নেমে,
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে॥

৬০

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পূরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান॥
আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে কর ত্রাণ মোরে কর ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক্ নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো কর দান॥

৬১

তোমারি নাম বল্‌ব নানা ছলে।
বল্‌ব একা বসে', আপন
মনের ছায়াতলে।

বল্‌ব বিনা ভাষায়,
বল্‌ব বিনা আশায়,
বল্‌ব মুখের হাসি দিয়ে,
বল্‌ব চোখের জলে ॥
বিনা প্রয়োজনের ডাকে
ডাক্‌ব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে
বল্‌তে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে ॥

৬২

নয় এ মধুর খেলা
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুর খেলা।
কতবার যে নিব্‌ল বাতি
গর্জ্জে' এল ঝড়ের রাতি
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা ॥

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেচে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেচে।
ওগো রুদ্র দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজ্‌ল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইক অবহেলা॥

৬৩

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না?
নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না?
বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য চাওয়া চাওয়াও না?
আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেম্নি করে' সুধাসাগরসন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না?

পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেম্নি করে' আমার হৃদয়ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না ?

৬৪

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে' পড়ুক ঝরে'
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে,
নিশিদিন এই জীবনের সুখের পরে দুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে' পড়ুক ঝরে' ॥
যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক্ জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে' সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে' পড়ুক ঝরে' ॥

৬৫

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে'
নিশিদিন অনিমেষে দেখ্‌চ মোরে।

আমি চোখ এই আলোকে মেল্‌ব যবে
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে ॥
ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সে দিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা;
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচ্‌লে পরে ॥

৬৬

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু।
কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি!
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে,
পাখীর মুখে এই যে খবর পেনু ॥

৬৭

এই ত তোমার আলোক-ধেনু
        সূর্য্যতারা দলে দলে ;
কোথায় বসে' বাজাও বেণু
        চরাও মহা-গগনতলে ॥
তৃণের সারি তুল্‌চে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
        ভিড় করেছে ফুলে ফলে ॥
সকালবেলা দূরে দূরে
        উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে ।
আঁধার হ'লে সাঁজের সুরে
        ফিরিয়ে আন আপন গোঠে ।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
        ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হ'লে ?

৬৮

মোর   সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেচ,
    তোমায়   করিগো নমস্কার ।

মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেচ,
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই স্তব্ধ তারার মৌন মন্ত্র ভাষণে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই কর্ম্ম অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই গন্ধ গহন সন্ধ্যা কুসুম মালাতে
তোমায় করিগো নমস্কার॥

৬৯

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক্‌না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখিতারা।

হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আন্‌লে আবার।
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি',
গলার হারে দোলাও তা'রে
গাঁথা তোমার করে' সারা॥

৭০

আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন
পুণ্য কর
দহন-দানে।

আমার এই
দেহখানি
তুলে ধর,
তোমার ঐ
দেবালয়ের
প্রদীপ কর,

নিশিদিন
আলোক-শিখা
জ্বলুক গানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
আঁধারের
গায়ে গায়ে
পরশ তব
সারা রাত
ফোটাক তারা
নব নব।

নয়নের
দৃষ্টি হ'তে
ঘুচ্‌বে কালো,
যেখানে
পড়বে সেথায়
দেখ্‌বে আলো,
ব্যথা মোর
উঠ্‌বে জ্বলে'
ঊর্দ্ধ-পানে।

আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে ॥

৭১

এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা।

এরি গোপন হৃদয়-পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।

বিরহী তোর সেইখানে যে
এক্‌লা বসে' থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে।

দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিল্‌বে তবে
সুধায় সুধায় ভরা ॥

৭২

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে ?
এই যে আলো সূর্য্যে গ্রহে তারায়
ঝরে' পড়ে শত লক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।
তোমার ফুলে যে রং ঘুমের মত লাগ্‌ল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগ্‌ল।
যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পুলকে
সঙ্গীতে সে উঠ্‌বে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হরবে॥

৭৩

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই যে হিয়া থরথর
কাঁপে আজি এমনতর
এই বেদনা ক্ষমা কর
ক্ষমা কর প্রভু।
এই দীনতা ক্ষমা কর প্রভু
পিছন পানে তাকাই যদি কভু।

দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায়
শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা কর
ক্ষমা কর প্রভু ॥

৭৪

সারা জীবন দিল আলো
সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
মেঘের কলস ভরে' ভরে'
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝরে'
সকল দেহে প্রভাত বায়ু
ঘুচায় অবসাদ,—
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
তৃণ যে এই ধূলার পরে
পাতে আঁচলখানি,
এই যে আকাশ চির-নীরব
অমৃতময় বাণী,—
ফুল যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,

এই যে ভুবন দিকে দিকে
পূরায় কত সাধ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ ॥

৭৫

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা ল'য়ে
প্রাণ করে হায় হায়।
নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায়।
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
হারায় না কভু অণু পরমাণু,
আমারি ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
র'বে না কি তব পায় ॥

৭৬

আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে।
ঘন সৌরভ-মন্থন-পবনে জাগে কে জাগে॥
কত নীরব বিহঙ্গ কুলায়ে
মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে জাগে কে জাগে।
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে কে জাগে।
এই অপার অম্বর পাথারে
স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে জাগে কে জাগে।
মম গভীর অন্তরবেদনে জাগে কে জাগে॥

৭৭

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে॥
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,
তব কুঞ্জের মঞ্জরী যত
আমারি অঙ্গে বিকাশে।
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ,
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,
আমার চিত্তে মিলি একত্রে,
তব মন্দিরে উছাসে।

আজি কোনোখানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
বিশ্বেরি শ্বাস আজি এ বক্ষে
বাঁশরীর সুরে বিলাসে ॥

৭৮

আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর ॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে ॥

ধরণীপর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে ॥
বহে জীবন রজনী দিন চিরনূতন ধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে ॥

স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ ;
কত সান্ত্বন কর বর্ষণ সন্তাপ হরণে ॥
জগতে তব কি মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে ॥

৭৯

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহ-দীপখানি জ্বালো।
সব দুখ শোক সার্থক হোক
লভিয়া তোমারি আলো॥
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার
মিলাবে ধন্য হ'য়ে।
তোমারি পুণ্য-আলোকে বসিয়া
সবারে বাসিব ভালো॥
পরশমণির প্রদীপ তোমার,
অচপল তা'র আলো;
সোনা করে' লবে পলকে, আমার
সব কলঙ্ক কালো।
আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি, তাহে
শুধু জ্বালা, শুধু কালী
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো॥

৮০

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে
অপরূপ রূপ-ইন্দু;

চিত্তকুসুমে ভরিয়া উঠিবে
মধুময় রসবিন্দু ॥
নব-নন্দনতানে চিরবন্দনগানে
উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে—
নিখিলের পানে উথলি উঠিবে
উতলা চেতনাসিন্ধু ॥
জাগিয়া রহিবে রাত্রি
নিবিড় মিলনদাত্রী,
মুখরিয়া দিক্‌ চলিবে পথিক্‌
অমৃত সভার যাত্রী—
গগনে ধ্বনিবে "নাথ নাথ,
বন্ধু বন্ধু বন্ধু" ॥

৮১

জাগ জাগরে জাগ, সঙ্গীত,
চিত্ত-অম্বর কর তরঙ্গিত,
নিবিড়-নন্দিত প্রেম-কম্পিত
হৃদয়-কুঞ্জবিতানে ॥
মুক্তবন্ধন সপ্তস্বর তব
করুক বিশ্ববিহার।
সূর্য্যশশিনক্ষত্রলোকে
করুক হর্ষ প্রচার।

তানে তানে প্রাণে প্রাণে
গাঁথ নন্দনহার।
পূর্ণ কররে গগন অঙ্গন
তাঁর বন্দন গানে॥

৮২

জাগ নির্ম্মল নেত্রে
রাত্রির পরপারে,
জাগ অন্তর ক্ষেত্রে
মুক্তির অধিকারে।
জাগ ভক্তির তীর্থে
পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগ উন্মুখ চিত্তে
জাগ অম্লানপ্রাণে,
জাগ নন্দন নৃত্যে
সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগ স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দির দ্বারে॥
জাগ উজ্জ্বল পুণ্যে
জাগ নিশ্চল আশে,
জাগ নিঃসীম শূন্যে
পূর্ণের বাহুপাশে।

জাগ নির্ভয়ধামে,
জাগ সংগ্রামসাজে,
জাগ ব্রহ্মের নামে,
জাগ কল্যাণকাজে,
জাগ দুর্গমযাত্রী
দুঃখের অভিসারে,
জাগ স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দির দ্বারে ॥

৮৩

তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে
যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে,
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি,
নিশি দিন কাঁদি তাই।

অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার
পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার
রাখিবারে যদি পাই।

৮৪

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে,
জনম দিয়েছ জননী-ক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়-ডোরে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন
করেছ আমার নয়ন লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে, স্বদেশে বিদেশে,
যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে॥

৮৫

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো॥
তব নন্দনগন্ধ-নন্দিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে ;
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো॥
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল মন্ত্রে ;
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে।
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া।
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো॥

৮৬

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে॥

সম্মুখ আকাশে চরাচরলোকে,
এই অপরূপ আকুল আলোকে,
দাঁড়াও হে।
আমার পরাণ পলকে পলকে,
চোখে চোখে তব দরশ মাগে॥
এই যে ধরণী চেয়ে বসে' আছে,
ইহার মাধুরী বাড়াও হে।
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে
দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে॥
যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া,
ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও হে।
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া,
তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে॥

৮৭

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া
নিত্য কল্যাণ কাজে হে।
ফিরিব আহ্বান মানিয়া
তোমারি রাজ্যের মাঝে হে॥

মজিয়া অনুখন লালসে
র'ব না পড়িয়া আলসে,
হয়েছে জর্জ্জর জীবন
ব্যর্থ দিবসের লাজে হে ॥
আমারে রহে যেন না ঘিরি
সতত বহুতর সংশয়ে ;
বিবিধ পথে যেন না ফিরি
বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
অনেক নৃপতির শাসনে
না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয়-গৌরবে
তোমারি ভৃত্যের সাজে হে ॥

৮৮

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে,
শান্তিসদন সাধন-ধন দেব-দেব হে।
সর্ব্বলোক-পরমশরণ, সকল-মোহকলুষ-হরণ,
দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোক-শান্ত-স্নিগ্ধচরণ ॥
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে।
দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে ॥
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু ॥

প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে,
বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়দেব হে ॥
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়ভবন ॥
এস এস শূন্য জীবনে,
মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃত-প্লাবনে।
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ ॥

৮৯

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর,
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে সুর ॥
তুমি যদি থাক মনে বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর।
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে সুর ॥
তুমি শোন যদি গান আমার সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি,
তুমি যদি দুখ পরে রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হ'তে দম্ভ করহ দূর।
তুমি দেহ মোরে কথা, তুমি দেহ মোরে সুর ॥

৯০

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে।
ধূলাতে বসিয়া দ্বারে
ভিখারী হৃদয় হা রে—
তোমারি করুণা মাগে;
কৃপা নাই পাই
শুধু চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে॥

আজি এ জগত মাঝে
কত সুখে কত কাজে
চলে' গেল সবে আগে;
সাথী নাই পাই
তোমায় চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে।
চারিদিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে;

দেখা নাই পাই
ব্যথা পাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে ॥

৯১

প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে দিবস রাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র সূর্য্য কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত ॥
সুখ সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি,
দুখ সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত ॥
জীবনে জ্বাল' অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ অন্তে হোক্ তোমারি চরণে সুপ্রভাত ॥
লহ লহ মম সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ॥

৯২

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভমাঝে অনাদি রব,
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্র তারা ॥

একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে
পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে ;
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা ॥

৯৩

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে—
অমল কমলমাঝে, জ্যোৎস্না রজনীমাঝে,
কাজল ঘনমাঝে, নিশি আঁধারমাঝে,
কুসুম-সুরভিমাঝে বীণ-রণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে ॥
নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকত-হৃদয় নাচে বিশ্বচ্ছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে ॥
সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে—
প্রেমে প্রেমে সাজে ॥

৯৪

মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে।
চরণতলে কোটি শশিসূর্য্য মরে লাজে॥
গর্ব্ব সব টুটিয়া
মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া
সকল মম দেহমন, বীণাসম বাজে।
এ কি পুলকবেদনা বহিছে মধুবায়ে।
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে।
পলক নাহি নয়নে,
হেরি না কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে॥

৯৫

যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ
দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥
যে-কেহ মোরে বেসেছ ভালো
জ্বেলেছ ঘরে তাঁহারি আলো,

তাঁহারি মাঝে সবারি আজি
পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥
যা-কিছু কাছে এসেছে, আছে,
এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি ॥
যা-কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে,
টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি ॥
জানি বা আমি নাহি বা জানি,
মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি
পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥

৯৬

শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল,
শান্ত হ'রে ওরে দীন।
হের চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে
সর্ব্ব চরাচর লীন।

শুনরে নিখিল-হৃদয়-নিস্যন্দিত
শূন্যতলে উথলে জয়সঙ্গীত,
হের বিশ্ব চির-প্রাণ-তরঙ্গিত,
নন্দিত নিত্য নবীন।
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন,
নাহি দুঃখ সুখ তাপ ;
নির্ম্মল নিষ্কল নির্ভয় অক্ষয়,
নাহি জরাজ্বর পাপ।
চির আনন্দ বিরাম চিরন্তন,
প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন,
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন,
সান্ত্বন অন্তবিহীন॥

৯৭

শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে,
নাথ, চিত্তমাঝে,
সুখে দুখে সব কাজে,
নির্জ্জনে জনসমাজে।
উদিত রাখ, নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র
অনিমেষ মম লোচনে,
গভীর তিমির মাঝে॥

৯৮

হে সখা মম হৃদয়ে রহ।
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ॥
নাথ, তুমি এস ধীরে, সুখ দুখ হাসি নয়ননীরে,
লহ আমার জীবন ঘিরে ;—
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ॥

৯৯

তোমার কাছে শান্তি চাব না
থাক্ না আমার দুঃখ ভাবনা॥
অশান্তির এই দোলার পরে
বস বস লীলার ভরে
দোলা দিব এ মোর কামনা॥

নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে—
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে,
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ-পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা॥

১০০

আজি বহিছে বসন্ত-পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান,
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে॥
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে
গগন উৎসব প্রাঙ্গণে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে॥
তব মধুর মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে, "নাথ, যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে,
ঐ ভবশরণ, প্রভু, অভয় পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে॥

১০১

আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।
সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে
কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে,
আপন আমার আপনি মরে লাজে॥
মন মিলে যায় আজ ঐ নীরব রাতে
তারায় ভরা ঐ গগনের সাথে।

অমনি করে আমার এ হৃদয়
তোমার নামে হোকনা নামময় !
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয়
গভীর হয়ে থাক জীবনের কাজে ॥

১০২

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে,
জগত-জন-হৃদয়ধন, চাহি তব পানে ॥
হরষরস বরষি যত তৃষিত ফুল-পাতে
কুঞ্জ-কানন-পবন পরশ তব আনে ॥
মুগ্ধ কোকিল মুখর রাত্রি দিন যাপে,
মর্ম্মরিত পল্লবিত সকল বন কাঁপে।
দশদিশি সুরম্য সুন্দর মধুর হেরি,
দুঃখ হ'ল দূর সব দৈন্য-অবসানে ॥

১০৩

দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে।
রজনী নিদ্রাহীন,
দীর্ঘ দগ্ধ দিন
আরাম নাহি যে জানে।

শুষ্ক কানন শাখে
ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে।

ভয় নাহি, ভয় নাহি
গগনে রয়েছি চাহি।
জানি ঝঞ্ঝার বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে॥

১০৪

এস হে এস সজল ঘন বাদল বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এস হে এ জীবনে।
এস হে গিরিশিখর চুমি, ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি,
গগন ছেয়ে এস হে তুমি গভীর গরজনে।
ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে।
এস হে এস হৃদয়-ভরা এস হে এস পিপাসা-হরা
এস হে আঁখি শীতল-করা ঘনায়ে এস মনে॥

১০৫

গানের সুরের আসনখানি
পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে
বস্‌বে বারে বারে।
ঐ যে তোমায় ভোরের পাখী
নিত্য করে ডাকাডাকি,
অরুণ-আলোর খেয়ায় যখন
এস ঘাটের পারে,
মোর প্রভাতীর গানখানিতে
দাঁড়াও আমার দ্বারে।
আজ সকালে মেঘের ছায়া
লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভরেছে ঐ গগনের
নীল নয়নের কোণে।
আজকে এলে নতুন বেশে
তালের বনে মাঠের শেষে,
অম্‌নি চলে যেয়োনাকো
গোপন সঞ্চারে।
দাঁড়িয়ো আমার মেঘলা গানের
বাদল অন্ধকারে।

১০৬

আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা,
এসহে গোপনে,
আমার স্বপন লোকে দিশাহারা।
ওগো অন্ধকারের অন্তর ধন
দাও ঢেকে মোর পরাণ মন,
আমি চাইনে তপন চাইনে তারা।
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে
নিয়োগো, নিয়োগো,
আমার ঘুম নিয়োগো হরণ করে।
আমার একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে,
দিয়োগো, দিয়োগো,
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া।

১০৭

কোন ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল
আশ্বিনেরি আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা
পাগল হাওয়ার গান সে গায়।

মাঠে মাঠে পুলক লাগে
ছায়ানটের নৃত্য-রাগে,
শরৎ রবির সোনার আলো
  উদাস হয়ে মিলিয়ে যায়।
কি কথা সে বল্‌তে এল
  ভরা ক্ষেতের কানে কানে।
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন
  উঠেছে আজ নবীন ধানে।
মেঘে অধীর আকাশ কেন,
ডানা-মেলা গরুড় যেন,
পথ-ভোলা এক পথিক এসে
  পথের বেদন আন্‌ল ধরায়।

১০৮

বাদল মেঘে মাদল বাজে
গুরু গুরু গগন মাঝে।
তারি গভীর রোলে আমার হৃদয় দোলে
  আপন সুরে আপ্‌নি ভোলে।
কোথায় ছিল গহন প্রাণে
গোপন ব্যথা গোপন গানে,—

আজি সজল বায়ে
শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে
গানে গানে।

১০৯

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি।
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি গাঁথি।
সুদূরের বীণার স্বরে
কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগ্‌লামিতে
পাখা ওদের ওঠে মাতি।
ওদের ঘুম ছুটেচে ভয় টুটেচে একেবারে
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের,—পিছন পানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা
সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাইরে মানা;
ওরা দিনের শেষে দেখেচে কোন্
মনোহরণ আঁধার রাতি।

১১০

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে
আমার চোখের পরে নাচে।
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে,
তার কালো আভার কাঁপন দেখ
তালবনের ঐ গাছে গাছে।
বাদল হাওয়া পাগল হল
সেই আগুনের হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায়
মাঠ হতে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদম্ববন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ
আমার গানের পাখার পাছে॥

১১১

বাদল-বাউল বাজায়রে একতারা
সারা বেলা ধরে ঝরঝরঝর ধারা।

জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা।
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল-সুরে
উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পূবে হাওয়া গৃহহারা।

১১২

বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর
গানের পালা শেষ করে দে যাবি অনেক দূর।
ছাড়্‌ল খেয়া ওপার হতে
ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দুল্‌চে তরী নদীর পথে তরঙ্গ-বন্ধুর।
কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া,
আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস
বৃষ্টির বিন্দুর॥

১১৩

পূব সাগরের পার হতে কোন
এল পরবাসী
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় সনসন
সাপ খেলাবার বাঁশী।

সহসা তাই কোথা হতে
কুলুকুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা
ছুটেচে উল্লাসী।

আজ দিগন্তে ঘন ঘন
গভীর গুরু গুরু
ডমরুরব হয়েচে ঐ সুরু।
তাই শুনে আজ গগনতলে
পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরণ নাগনাগিনী
ছুটেচে উদাসী।

১১৪ মল্লার —

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে
গগনে ঘনঘটা শিহরে তরুলতা
ময়ুর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশিদিশি সচকিত দামিনী চমকিত
চমকি উঠিছে হরিণী তরাষে,
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে ॥

১১৫

আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি, বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নীলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।
কূজন-হীন কানন ভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন পথিক তুমি পথিক-হীন পথের পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম
সমুখ দিয়ে স্বপন সম যেওনা মোরে হেলায় ঠেলে ॥

১১৬

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে,
আকাশ ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।

শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে ;
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে ।
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন লুটেছে এই ঝড়ে
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে ।
অন্তরে আজ কি কলরোল দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌ল আগল,
হৃদয় মাঝে জা'গল পাগল আজি ভাদরে,
আজ এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে ॥

১১৭

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে ;
আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে ।
তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা—
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা ?
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে ॥

১১৮

বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ !
এবার ধর দেখি তোর গান !

ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ঐ স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

১১৯

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে॥
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে॥
ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে॥
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কেরে!
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে॥

১২৮

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকল বেলা একা ঘরে ॥
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমাল বনে আঁধার করে ॥
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে ।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে ॥
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরাণখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার পরে ॥

১২১

শরতে আজ কোন অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে !
আনন্দ গান গারে হৃদয়
আনন্দ গান গারে !

নীল আকাশের নীরব কথা,
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক আজি তোমার
বীণার তারে তারে।
শস্যক্ষেতের সোনার গানে
যোগ দেরে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর
অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখ্‌রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যারে॥

১২২

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেচি।
আজ শুন্‌তে পাব প্রথম আলোর বাণী
তাই বাইরে ছুটেচি।
এই হ'ল মোদের পাওয়া
তাই ধরেচি গান গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে
সোনার রেণু লুটেচি॥

আজ পারুল দিদির বনে
মোরা চল্‌ব নিমন্ত্রণে,
আজ চাঁপা ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে
মোরা সবাই জুটেচি।
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে
সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে
সকল শিকল টুটেচি॥

১২৩

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে ?
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ঐ চরণ-মূলে ?
শরৎ-আলোর আঁচল টুটে
কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?
কাঁপন ধরে বাতাসেতে,
পাকা ধানের তরাস লাগে
শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে।

জানি গো আজ হাহারবে
তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রুসাগর-কূলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে?

১২৪

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন্ অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি'।
মাণিক-গাঁথা ঐ যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না ওড়ায় একি নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি'।

১২৫

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি!

কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি !
কেয়া পাতার নৌকো গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চল্‌বে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি।

১২৬

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
শাদা মেঘের ভেলা!
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,

আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা।
ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুট করে!
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটচে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাট্‌বে সকল বেলা।

১২৭

আনন্দেরি সাগর হতে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বস্‌রে সবাই, টান রে সবাই টান।
বোঝা যত বোঝাই করি
কর্‌বরে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের পরে ধরব পাড়ি
যায় যদি যাক্ প্রাণ।
কে ডাকে রে পিছন্ হতে কে করে রে মানা।
ভয়ের কথা কে বলে আজ ভয় আছে সব জানা।

কোন শাপে কোন গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাক্‌ব বসে ?
পালের রসি ধরব কসি
চলব গেয়ে গান।

১২৮

আমার নয়ন-ভুলানো এলে !
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে !
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে !
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কি কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা কর হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেল ঠেলে !
নয়ন-ভুলানো এলে !

বন-দেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে!

১২৯

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়,
তোমার রঙীন উত্তরীয়
পর পর পর তবে।
মেঘ রঙে রঙে বোনা,
আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ যে বাজ্‌ল পাখীর রবে।
আজ রঙ সাগরে তুফান ওঠে মেতে।
যখন তারি হাওয়া লাগে
তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে।

সেই রাতের স্বপন-ভাঙা
আমার হৃদয় হোক্‌না রাঙা।
তোমার রঙেরি গৌরবে।

১৩০

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা যে ডাক্‌তে জানে।
আশ্বিনে ঐ শিউলি শাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে।
ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে,
আপন মনে রইল মজে'।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন করে'
খবর যে তা'র পৌঁছল রে,
ঘরছাড়া ঐ মেঘের কানে।

১৩১

হেমন্তে কোন্‌ বসন্তেরি বাণী
পূর্ণ শশী ঐ যে দিল আনি।
বকুল ডালের আগায়
জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়।

কোন্ গোপন কানাকানি
পূর্ণ শশী ঐ যে দিল আনি।
আবেশ লাগে বনে
শ্বেত করবীর অকাল-জাগরণে।
ডাক্‌চে থাকি থাকি
ঘুমহারা কোন নাম-না-জানা পাখী।
কার মধুর স্মরণখানি
পূর্ণ শশী ঐ যে দিল আনি॥

১৩২

এল যে শীতের বেলা বরষ পরে,
এবার ফসল কাটো লও গো ঘরে।
কর ত্বরা কর ত্বরা
কাজ আছে মাঠ ভরা
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে।
বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যা তারা—
আসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে
যে সাথী আসিবে রাতে তাহারি তরে।

১৩৩

শিউলি-ফোটা ফুরালো যেই
শীতের বনে
এলে যে সেই শূন্যক্ষণে।
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা
দুখের সুরে বরণ মালা
গাঁথি মনে মনে
শূন্যক্ষণে।
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়তলে।
রাতের তারা উঠবে যবে
সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে
মনে মনে॥

১৩৪

শীতের হাওয়ার লাগ্‌ল নাচন
আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।

উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইল না আর অন্তরালে।
শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব খোয়াবার সময় আমার
হবে কখন কোন সকালে!

১৩৫

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হ'ল উতলা।
বুকের পরে দোলেরে তা'র
পরাণ-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা॥
আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেচে।

আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কেগো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনমভরা
ব্যথা-অতলা।

১৩৬

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকাল বেলার মল্লিকা,
আমায় চেন কি?"
"চিনি তোমায় চিনি নবীন পান্থ,
বনে বনে ওড়ে তোমার
রঙীন বসন প্রান্ত।
ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী,
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।"
"পথভোলা এক পথিক এসেছি!
ঘর-ছাড়া এই পাগলটাকে
এমন করে কেগো ডাকে
করুণ গুঞ্জরি
যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে
বেড়াই সঞ্চরি?"

"আমি তোমায় ডাক দিয়েছি, ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জরী।
তোমায় চোখে দেখার আগে
তোমার স্বপন চোখে লাগে,
বেদন জাগে গো,—
না চিনিতেই ভাল বেসেছি।"
"পথভোলা এক পথিক এসেছি।
যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা
তপ্ত ধূলার পথে
যাব ঝরা ফুলের রথে—
তখন সঙ্গ কে ল'বি ?"
"ল'ব আমি মাধবী।"
"যখন বিদায়-বাঁশির সুরে সুরে
শুক্‌নো পাতা যাবে উড়ে,
সঙ্গে কে র'বি ?"
"আমি র'ব, উদাস হব ওগো উদাসী
আমি তরুণ করবী।
বসন্তের এই ললিত রাগে
বিদায় ব্যথা লুকিয়ে জাগে;
ফাগুন দিনে গো
কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি।
আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।"

১৩৭

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক
দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপনসম দেখা দিলে
বনেরি কিনারে।

ফাগুনে যে বাণ ডেকেছে
মাটির পাথারে
তোমার সবুজ পালে লাগ্‌ল হাওয়া
এলে জোয়ারে।

কোন্ দেশে যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা।
কোন্ গানের সুরের পারে, তার
পথের নাই নিশানা।

তোমার সেই দেশেরি তরে
আমার মন যে কেমন করে,
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস
আমার প্রাণে বিহারে।

১৩৮

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে
এল ফাগুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে "যাই যাই যাই"।
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই।
আকাশের তারা বলে তারে
"তুমি এস গগন পারে
তোমায় চাই চাই চাই!"
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই।
বাতাস দখিন হতে আসে
ফেরে তারি পাশে পাশে
বলে "আয় আয় আয়!"
বলে "নীল অতলের কূলে
সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যায় যায় যায়!"

বলে "পূর্ণ শশির রাতি
ক্রমে হবে মলিন ভাতি
সময় নাই নাই নাই।"
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই।

১৩৯

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা, এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।
ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।

আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা, কানে কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে।

১৪০

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে,—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্ম্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তা'র মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে

তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে ॥

১৪১

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাবচ বুঝি?
ও সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিন হাওয়ার পর।
তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর গো।

১৪২

আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে?

ছুটল বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ ক্ষ্যাপামির নেশায় পাওয়া ?
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্য্যতারাকে ॥

১৪৩

এতদিন যে বসেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুণে',
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়—
এ কি গো বিস্ময় !
অবাক্ আমি তরুণ গলার
গান শুনে।

গন্ধে উদাস হাওয়ার মত
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্
আগুন ঢাকা রয়—
এ কি গো বিস্ময় !
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ
কোন্ তূণে !

১৪৪

আকাশ আমায় ভর্‌ল আলোয়,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হান্‌ব হাওয়ায়,
নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।
ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়
দিকে দিকে আগুন জ্বালাস্‌,
আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হ'ল রঙীন তানে।

দখিন হাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামে না যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস্‌!
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে

১৪৫

ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে
গোলাপ জবা পারুল পলাশ পারিজাতের বুকের পরে।
সেইখানে মোর পরাণখানি
যখন পারি বহে আনি,
নিলাজরাঙা পাগলরঙে রঙিয়ে নিতে থরে থরে।
বাহির হলেম ব্যাকুল হাওয়ার উতল পথের চিহ্ন ধরে,'
ওগো তুমি রঙের পাগল, ধরব তোমায় কেমন করে?
কোন্ আড়ালে লুকিয়ে রবে?
তোমায় যদি না পাই তবে
রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে?

১৪৬

আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
পিছনপানের বাঁধন হ'তে
চল্ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

বাঁধন যত ছিন্ন কর আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে !
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে ?
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥

১৪৭

কোথা বাইরে দূরে যায়রে উড়ে হায়রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায় ।
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশী
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসি ।
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরে মরা হেথা হোথায় ।
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায় ।
চেয়ে দেখিস্ নারে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায় ?
তোরা শুনিস্ কানে বারতা আনে দখিন বায় ?
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির-বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে ।
তারে বাইরে খুঁজি ঘুরিছ বুঝি পাগলপ্রায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায় ।

১৪৮

ও আমার চাঁদের আলো
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে গান তোমার সুরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,
মোর আঙিনায় বাজল সে সুর
আমার প্রাণের তালে তালে॥

সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইসারাতে।
দখিন হাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল
আমার প্রাণে রঙের হিল্লোল,
মর্ম্মরিত মর্ম্ম আমার
জড়ায় তোমার হাসির জালে॥

১৪৯

সহসা ডালপালা তোর উতলা যে !
(ও চাঁপা ও করবী)
কারে তুই দেখ্‌তে পেলি
আকাশ মাঝে
জানিনা যে।

কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কার নাচনের নূপুর বাজে
জানিনা যে !
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান তোমার
মনে জাগে ?
কোন্ রঙের মাতন উঠ্‌ল দুলে
ফুলে ফুলে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কে সাজালে রঙীন সাজে
জানিনা যে॥

১৫০

তোমার বাস কোথা যে, পথিক, ওগো
দেশে কি বিদেশে ?
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্ব্বনেশে।
আমার বাস কোথা যে জান না কি
শুধাতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী ও মালতী ?
হয়ত জানি, হয়ত জানি, হয়ত জানিনে,
মোদের বলে দেবে কে সে ?
মনে করি আমার তুমি,
বুঝি নও আমার।
বল, বল, বল, পথিক,
বল তুমি কার ?
আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিন্‌তে পারে
ও মাধবী, ও মালতী !
হয়ত চিনি, হয়ত চিনি, হয়ত চিনিনে,
মোদের বলে দেবে কে সে !

১৫১

এনেছ ঐ শিরীষ বকুল আমের মুকুল
সাজিখানি হাতে করে।
কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে
চলে যাবে দিগন্তরে।
পথিক তোমায় আছে জানা, কর্‌বনাগো তোমায় মানা,
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো, বিজয় মালা মাথায় পরে।
তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হয়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গানে,
দূরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ভরে।

১৫২

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে ?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার, মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে !

বিঘ্নবিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যা'রা,
মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য বাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীনে,
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে ;
জাগ্রত ভগবান হে।
নূতন-যুগ-সূর্য্য উঠিল ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই ?
গত-গৌরব হৃত-আসন নত-মস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর, নর-সমাজ মাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।
জনগণ-পথ তব জয়রথ চক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
দৈন্য-জীর্ণ কক্ষ তা'র, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস-রুদ্ধ চিত্ত তা'র, নাহি নাহি ভাষা।

কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জ্জিল ভয় অর্জ্জিল জয় সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই,
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন-ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হান' অশনি-পাতে।
ছায়া-ভয়-চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে।

১৫৩

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল-জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে॥
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী।

পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে ॥
পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে ॥
ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে ॥
রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয়গিরিভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে ॥

১৫৪

নিশিদিন ভরসা রাখিস্,
ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ করে' থাকিস্
সে পণ তোমার র'বেই র'বে॥
ওরে মন হবেই হবে॥
পাষাণ সমান আছে পড়ে'
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন,
তা'রাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে॥
সময় হোলো, সময় হোলো,
যে যার আপন বোঝা তোলো ;
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্
সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে॥
ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে ;
এক-সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।
ওরে মন হবেই হবে॥

১৫৫

আমি ভয় কর্‌ব না, ভয় কর্‌ব না।
দু-বেলা মরার আগে
মর্‌ব না, ভাই, মর্‌ব না।
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে' হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধর্‌ব না॥
শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
পাঁকের পরে পড়্‌ব না॥
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ্ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সর্‌ব না॥

১৫৬

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।

একলা চল, একলা চল,
একলা চল রে ॥

যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা,
একলা বল রে ॥

যদি সবাই ফিরে যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি গহনপথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দল রে ॥

যদি আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে

দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল রে ॥
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে ॥
একলা চল একলা চল,
একলা চল রে ॥

১৫৭

যদি তোর ভাবনা থাকে,
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে ত
করি মানা ॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে,
ভুল্‌বি যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো,
সবায় করবি কাণা ॥
যদি তোর ছাড়্‌তে কিছু না চাহে মন,
করিস্‌ ভারী বোঝা আপন,

তবে তুই সইতে কভু পারবিনে রে
বিষম পথের টানা ॥
যদি তোর আপন হ'তে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল, তর্ক করে' সকল কথা
কর্ব্বি নানা খানা ॥

১৫৮

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা ॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা ॥
তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে;
তোমার পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে।

তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা ॥
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু জানিনে যে কিবা তোমায়
দিয়েছি মা।
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ও মা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা ॥

১৫৯

হেদে গো নন্দরাণী
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও ॥
হের গো প্রভাত হ'ল সূয্যি ওঠে,
ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।

ওগো পীতধড়া পরিয়ে তা'রে
কোলে নিয়ে আয়।
তা'র হাতে দিয়ো মোহন বেণু,
নূপুর দিয়ো পায় ॥
রোদের বেলায় গাছের তলায়,
নাচ্‌ব মোরা সবাই মিলে।
বাজ্‌বে নূপুর রুণুঝুণু,
বাজ্‌বে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথ্‌ব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে ॥

১৬০

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বনমাঝে
নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি,
অমৃতমূরতিমতী বাণী,
হিরণ-কিরণ ছবিখানি
পরাণের কোথা সে বিরাজে।
মধুঋতু জাগে দিবানিশি,
পিককুহরিত দিশি দিশি ॥
মানস-মধুপ পদতলে
মূরছি পড়িছে পরিমলে।

এস দেবী, এস এ আলোকে,
একবার তোরে হেরি চোখে,
গোপনে থেকো না মনোলোকে,
ছায়াময় মায়াময় সাজে ॥

১৬১

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার।
তুমি অনন্ত নব-বসন্ত অন্তরে আমার ॥
নীল অম্বর চুম্বন-নত,
চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত
গুঞ্জরে শতবার ॥
ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ।
চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন,
তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন
বন্দন উপহার ॥

১৬২

এ পথ গেছে কোন্ খানে গো কোন্ খানে—
তা কে জানে তা কে জানে!

কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক্ পানে—
তা কে জানে তা কে জানে !
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্ খানে
তা কে জানে তা কে জানে !
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে !

১৬৩

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে' ভরে' চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয়রে দেখা,
মাতেরে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শীষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।

১৬৪

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনুরে !

লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন
ওগো তায় জাগাইনুরে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনুরে।
অচল ছিল, সচল হয়ে
ছুটেছে ঐ জগৎজয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনুরে।

১৬৫

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই!
বাঁধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অম্‌নিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

১৬৬

আমরা তা'রেই জানি তা'রেই জানি সাথের সাথী ;
তা'রেই করি টানাটানি দিবারাতি ॥
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজাই বেনু,
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি ॥
তা'রে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।
সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যাকালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি ॥

১৬৭

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগ্‌ল বনে,
এল সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে ॥

কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুণিয়ে।
কি মায়া দেয় বুলায়ে ;
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে॥

১৬৮

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা !
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা !
নাচে আলো নাচে—ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে—ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে ;
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা !
আলো, আমার আলো ওগো
আলো ভুবনভরা।

আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
　　হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠ্‌ল নেচে
　　মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা—ও ভাই
যায় না মাণিক গোণা,
পাতায় পাতায় হাসি—ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুরনদীর কূল ডুবেছে
　　সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো আমার আলো, ওগো
　　আলো ভুবনভরা।

১৬৯

যিনি　সকল কাজের কাজী, মোরা
　　তাঁরি কাজের সঙ্গী!
যাঁর　নানারঙের রঙ্গ, মোরা
　　তাঁরি রসের বঙ্গী॥
তাঁর　বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা　যাই চলে' আনন্দে,
তিনি　যেমনি বাজান ভেরী, মোদের
　　তেমনি নাচের ভঙ্গী॥

এই জন্ম মরণ খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়,
এই দুঃখ সুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী ॥
ওরে, ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে,
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দলে'
সাগর গিরি লঙ্ঘি ॥

১৭০

মোদের যেমন খেলা তেম্‌নি যে কাজ
জানিস্‌নে কি ভাই ?
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।
খেল্‌তে খেল্‌তে ফুটেছে ফুল,
খেল্‌তে খেল্‌তে ফল যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্বলে' যে হয় ছাই।

১৭১

আমাদের ভয় কাহারে ?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কি আমাদের করতে পারে ?
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইক গলি,
নাইক ঝুলি, নাইক থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়বে না রে !
আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে যে ফল, চাইনে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে,—
আমাদের ভয় কাহারে ?

১৭২

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে'।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,

রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।
পথিক ভুবন ভালবাসে
পথিক জনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

১৭৩

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কি স্বত্বে!
আমরা যা খুসী তাই করি
তবু তাঁর খুসিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার
ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কি স্বত্বে!

রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ
কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কি স্বত্বে!
আমরা চল্‌ব আপন মতে
শেষে মিল্‌ব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার
বিষম আবর্ত্তে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কি স্বত্বে!

১৭৪

তোরা যে যা বলিস্ ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই॥
সে যে চম্‌কে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
যায়না তারে বাঁধা,
তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে
লাগায় চোখে ধাঁদা,

তবু ছুট্‌ব পিছে মিছে মিছে
পাইবা নাহি পাই,
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই ॥
তোরা পাবার জিনিষ হাটে কিনিস্
রাখিস্ ঘরে ভরে,
যাহা যায়না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগল কেন মোরে !
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে,
আমার ফুরয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি
মরি তাহার শোকে !
ওরে আছি সুখে হাস্যমুখে
দুঃখ আমার নাই,
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই ॥

১৭৫

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে বাইরে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।

যতই দিবস যায় রে যায়,
গাই রে সুখে হায় রে হায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যারা সোনার চোরা-বালির পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে,
তাদের সাম্‌নে মোরা গান গেয়ে যাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।

যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।

যখন দ্বারে আসে মরণ বুড়ি,
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

সে যে　　উৎসব-দিন চুকিয়ে দিয়ে
　　　　ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই　　　রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
　　　　　　তাইরে নাইরে নাইরে না।

১৭৬

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ !
তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥

১৭৭

　　　　যা ছিল কালো ধলো
তোমার　　রঙে রঙে রাঙা হল।

যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল।
রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হল কেমন দেখ্‌রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল।

১৭৮

আমার ঘুর লেগেছে তাধিন্‌ তাধিন্‌
তোমার পিছন্‌ পিছন্‌ নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে তাধিন্‌ তাধিন্‌।
তোমার তালে আমার চরণ চলে
শুনতে না পাই কে কি বলে
তাধিন্‌ তাধিন্‌—
তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্‌
পাগল ছিল সেই জেগেছে—
তাধিন্‌ তাধিন্‌।
আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন
খসে গেল ভজন সাধন,
তাধিন্‌ তাধিন্‌—

বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে
ভাবনা যত সব ভেগেছে—
তাধিন্ তাধিন্।

১৭৯

সব দিবি কে, সব দিবি পায়!
আয় আয় আয়!
ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়,
আয় আয় আয়!
আস্‌বে যে সে স্বর্ণরথে,
জাগ্‌বি কারা রিক্ত পথে
পৌষ রজনী, তাহার আশায়।
আয় আয় আয়!
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা;
হায় হায় হায়!
তার পরে তার যাবার বেলা;
হায় হায় হায়!
চলে গেলে জাগবি যবে
ধন রতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে যে দায়।
হায় হায় হায়!

১৮০

গানগুলি মোর শৈবালেরি দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায়বা চলে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে,
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে
পায়না কোন ফল॥
ওদের সাধন ত নাই
কিছু সাধন ত নাই
ওদের বাঁধন ত নাই
কোনো বাঁধন ত নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে যাওয়ার স্রোতের পরে
করে টলমল।

১৮১

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়

মিলন মালার আজ বাঁধন ত টুটবে,
ফাগুন দিনের আজ স্বপন ত ছুটবে,
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্ত গিরির ঐ শিখর চূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কাল বৈশাখীর হবে যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণ বাঁচন,
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়॥

১৮২

কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা;
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা?
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে বাঁধ টুটেছে মনে,
ক্ষ্যাপা হওয়ার ঢেউ উঠেছে চির-ব্যথার বনে,
কাঁপে আমার দিবা নিশার সকল আঁধার আলা।
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা?
রাতের বাসা হয়নি বাঁধা, দিনের কাজে ত্রুটি,
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটি।

শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে.
অশান্তি যে আঘাত করে তাইত বীণা বাজে।
নিত্য র'বে প্রাণ পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা ?

১৮৩

মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি'
কোন্ নব চঞ্চল-ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে ॥

আসে কোন্ তরুণ অশান্ত,
উড়ে বসনাঞ্চল-প্রান্ত,
আলোকের নৃত্যে বনান্ত
মুখরিত অধীর আনন্দে ॥

ঐ অম্বর-প্রাঙ্গণ মাঝে
নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে
করতালি পল্লব পুঞ্জে।

কার পদ-পরশন-আশা ·
তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা ;
সমীরণ বন্ধন হারা
উন্মন কোন গন্ধে ॥

১৮৪

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল
সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে
কার পানে ॥
আঁধারের তারা যত অবাক্ হ'য়ে
রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া
বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
উঠ্‌ল ফুটে স্বর্ণ-কমল,
আগুনের কি গুণ আছে
কে জানে ॥

১৮৫

আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে,
কেন পাগল কর এমন করে’ ?
বাতাস আনে কেন জানি
কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরাণখানি দেয় যে ভরে’ ।
পাগল করে এমন করে’ ।

সোনার আলো কেমনে হে
রক্তে নাচে সকল দেহে ।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে
আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয় যে হরে’ ।
পাগল করে এমন করে’ ॥

১৮৬

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার ।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার ।

আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে' নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌চে জীবন-মাঝে,
ও যে আস্‌চে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে নারে,
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার॥

১৮৭

গানের ভিতর দিয়ে যখন
দেখি ভুবনখানি,
তখন তারে চিনি, আমি
তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায়
জাগে পরম বাণী।

তখন সে যে বাহির ছেড়ে
অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে
তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন সীমা কোথায় হারায়!
তখন দেখি আমার সাথে
সবার কানাকানি!

১৮৮

ওরে আগুন আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই॥
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্ত্তি দেখি নাই॥
তুমি দু'হাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই॥
যে দিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই
আগল্ যাবে সরে'—
সে দিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবিরে ছাই করে'।

সে দিন আমার অঙ্গ- তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে,
ঘুচবে সব বালাই ॥

১৮৯

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥

১৯০

যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই চঞ্চল অন্তর,
তবে দয়া কোরো হে দয়া কোরো হে দয়া কোরো ঈশ্বর।
ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কূলে,
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া ক'রে লও তুলে
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু তৃষায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া ক'রে দাও হৃদয় সুধায় ভরি ॥

১৯১

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃল্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬

১। যিনি আত্মদাতা, বলদাতা, যাঁহার শাসনে বিশ্বসংসার চলিতেছে, যাঁহার শাসন দেবতারা অবনত মস্তকে বহন করিতেছেন, যাঁহার ছায়া অমৃত, যাঁহার ছায়া মৃত্যু, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

২। যিনি মহিমা দ্বারা প্রাণবান ইন্দ্রিয়বান্ জগতের একমাত্র রাজা হইয়াছেন; যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবসকলকে শাসন করিতেছেন, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

৩। এই হিমবন্ত পর্ব্বতসকল যাঁহার মহিমা, সকল নদীর সহিত

সমুদ্র যাঁহার মহিমা, এই দিক্ সকল যাঁহার বাহু, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

৪। যাঁহার দ্বারা দ্যুলোক প্রদীপ্ত, পৃথিবী সুদৃঢ়, যাঁহার দ্বারা স্বর্গ-লোক, যাঁহার দ্বারা সুরলোক প্রতিষ্ঠিত, যিনি অন্তরীক্ষে মেঘের নির্ম্মাতা, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

৫। যাঁহার পালনী শক্তির দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও দীপ্যমান, এই দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহাকে দিব্যচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে, যাঁহাতে সূর্য্য উদিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

৬। যিনি পৃথিবীর জনয়িতা তিনি আমাদিগকে বিনাশ না করুন। যে সত্যধর্ম্মা দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আনন্দদায়িনী বৃহৎ জলরাশি সৃষ্টি করিয়াছেন, হবিঃ দ্বারা আর কোন্ দেবতার অর্চ্চনা করি।

১৯২

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন।
জয় জয় সত্যের জয়॥

যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয়॥

মোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ
আজি করিব সকলে দান,
জয় জয় মঙ্গলময়।
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে,
গাহিব পুণ্য গান।
জয় জয় মঙ্গলময়।

যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু অশুভ চিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু অশুভ কর্ম্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু অশুভ বাক্য নয়,
জয় জয় মঙ্গলময়॥

সেই অভয় ব্রহ্মনাম
আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক, যা হবার হো'ক,
চলিব ব্রহ্মধাম,
জয় জয় ব্রহ্মের জয়॥

যদি দুঃখে দহিতে হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি মৃত্যু নিকট হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়॥

মোরা আনন্দমাঝে মন,
আজি করিব বিসর্জ্জন,
জয় জয় আনন্দময়।
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে
আনন্দ-নিকেতন।
জয় জয় আনন্দময়॥

আনন্দ চিত্ত-মাঝে,
আনন্দ সর্ব্বকাজে,
আনন্দ সর্ব্বকালে,
দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্ব্বলোকে,
মৃত্যু বিরহে শোকে
জয় জয় আনন্দময় ॥

১৯৩

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥
শুধু আপনার মনে নয়,
আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে ;
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে
সেই সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥
সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে।
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে ॥
কেবলি তোমার স্তবে নয়,
শুধু সঙ্গীতরবে নয়,

শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে ;
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার করিব হে,
জানি বলে' নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে,
শুধু জীবনের সুখে নয়,
শুধু প্রফুল্ল মুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে—
দুখশোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে।
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥

১৯৪

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস!
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো ধরায় আস!
এই অকূল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।
ঘোর বিপদ মাঝে
কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস।

তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে !
এমন ব্যাকুল করে'
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালবাস ?
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস ॥

১৯৫

কর তাঁর নাম গান
যত দিন রহে এই প্রাণ।
যাঁর এ মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি জগত করে রে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি সকল জীব-সুখকারী, হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত বাক্যে বলিতে কি পারি ?
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অবসারি, হে।
উচ্চে নীচে, দেশ-দেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে,
অন্ত কোথা তাঁর অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা, সবে জিজ্ঞাসে হে
চেতন-নিকেতন, পরশরতন সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে নাহি রহে দুখলেশ, হে ॥

১৯৬

আমার মুখের কথায় তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহ-বীণার তার
বাজাক্ আনন্দে তোমার
নামেরি ঝঙ্কার।
ঘুমের পরে জেগে থাকুক্
নামের তারা তব
জাগরণের ভালে আঁকুক্
অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক্ শিখা।
সকল ভালবাসায় তোমার
নামটি রহুক্ লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক্ ফলে,'
রাখ্‌ব কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।

জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে
র'বে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু।

১৯৭

জাগ সকল অমৃতের অধিকারী ;
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কপাট খুলি দেখ রে যতনে
প্রেমময়-মূরতি জন-চিত্ত-হারী ;
ডাক রে নাথে, বিমল প্রভাতে
পাইবে শান্তির বারি॥

১৯৮

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে' নূতন প্রাতে!
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে,
তেম্‌নি করেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন করে' নূতন প্রাতে॥

বিচ্ছেদেরি ছন্দে ল'য়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে
আলো অন্ধকারের তীরে,
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন করে' নূতন প্রাতে ॥

১৯৯

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥১
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥২
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৩
এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্৯প্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪

১। সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশবান্, ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

২। তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না; ইহাঁর বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয়, এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বভাব-সিদ্ধ।